কাবার সম্মান ও মর্যাদা এবং হজ্বের ফযিলত

28 May 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

কাবার সম্মান ও মর্যাদা এবং হজ্বের ফযিলত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
কাবা শরীফকে স্বর্ণের শিকলে বেঁধে হাশরের ময়দানে আনা হবে 6
বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মর্যাদা 9
কাবা শরীফের বিশেষত্ব 10
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের শহর 11
কাবা শরীফের আদব 13
কাবা শরীফ কিভাবে কিবলা হলো 14
আল্লাহ পাক চান মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি 15
হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয 16
হজ্বের ফযিলত 17
তাওয়াফের ফযিলত 19
আমি কেন কান্না করব না? 20
মকবুল হজ্বের আলামত 21
১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো কাফেলা 22
কুরবানীর সুন্নাত ও আদব 22
ঘোষণা 23
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 24

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত: 26
(১) এক হাজার দিনের নেকী 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
কুরবানীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 27
যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 32
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 33

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يُبَلِّغُنِي، وَكُفِيَ بِهَا اَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اَوْ شَفِيعًا۔

প্রখ্যাত সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত: আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে আমার কবরের পাশে আমার প্রতি সালাম পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে দেন, যে আমার নিকট তার সালাম পৌঁছাবে এবং তার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর পাশাপাশি আমি তার সাক্ষী হবো (অথবা এটা ইরশাদ করেছেন) আমি তার জন্য সুপারিশ করব। **(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, পৃ: ২১৮, হাদিস:১৫৮৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! মক্কায়ে মুকাররমা হোক বা মদীনায়ে তায়্যিবা, উভয়ই অত্যন্ত সম্মানিত জায়গা, যেগুলোর সম্মান মর্যাদা ও শান ও শওকতের অনুমান এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে করা যায় যে, মক্কা ও মদীনাকে আল্লাহ পাক যে সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যতা দান করেছেন তা অন্য কোন শহরে পাওয়া অসম্ভব, আর এমনটি হবেই না কেন, মক্কা শরীফে মুসলমানদের ভক্তির কেন্দ্র বিন্দু হলো বায়তুল্লাহ শরীফ আর মদীনাতুল মুনাওয়ারায় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফ। اِنْ شَآءَ الله আজকে আমরা কাবা শরীফের সম্মান ও মর্যাদা এবং হজ্বের ফযিলত সম্পর্কে বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করব, মনে রাখবেন! প্রিয় শহর অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় ফযিলত মন্ডিত ও বরকতময় বহু জায়গা রয়েছে, কিন্তু এসবের মধ্যে কাবা শরীফের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কুরআনুল কারীমের মতো কাবা শরীফের হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়ে রেখেছেন, কোন বাতিল পূজারী শয়তানী শক্তি কুরআনুল কারীমকে ধ্বংস করতে পারবে না আর না কাবা শরীফকে পৃথিবীর ভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, কারণ আল্লাহ পাক উভয়টির হিফাযতকারী ও রক্ষাকারী। **(আজাইবুল কুরআন মাআ গারাইবুল কুরআন, পৃ: ২২৬)**

আসুন! বরকত লাভের জন্য খানায়ে কাবার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

কাবা শরীফকে স্বর্ণের শিকলে বেঁধে হাশরের ময়দানে আনা হবে

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, তাওরাত শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর সাত লক্ষ নৈকট্যশীল

ফেরেশতাদেরকে পাঠাবেন যাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে স্বর্ণের শিকল, আল্লাহ পাক আদেশ দিবেন, যাও! এই শিকল দ্বারা বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে এসো, ফেরেশতারা যাবেন কাবা শরীফকে শিকলে বেঁধে টানবেন, একজন ফেরেশতা বলবেন, হে কাবাতুল্লাহ! চলো! তখন পবিত্র কাবা বলবে, আমি যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। তখন আসমানের দিক থেকে একজন ফেরেশতা বলবে, তুমি ফরিয়াদ করো, তখন কাবা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! তুমি আমার পাশে দাফনকৃত মুমিনদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করে নাও। তখন কাবা শরীফ একটি আওয়াজ শুনবে, আমি তোমার আবেদন কবুল করে নিলাম। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, অতঃপর মক্কা মুকাররমার পাশে দাফনকৃত মুমিনদের উঠানো হবে,যাদের চেহারা হবে সাদা। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার চতুর্দিকে লাব্বাইক পাঠ করতে থাকবে। অতঃপর ফেরেশতারা বলবেন, হে কাবা! এবার চল। তখন কাবা বলবে, আমি যাব না, যতক্ষণ না আমার আবেদন গ্রহণ করা হবে। তখন আসমানের দিক দিয়ে একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেন, তুমি ফরিয়াদ করো, তোমাকে দান করা হবে। তখন কাবা শরীফ বলবে, হে আল্লাহ পাক!তোমার যেসব গুনাহগার বান্দারা দূর -দূরান্ত থেকে ধুলামলিন অবস্থায় আমার কাছে আসতো, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে আসতো, তারা তোমার আদেশ পালনে আমার যিয়ারতের আগ্রহে বেরিয়ে পড়ে তোমার হুকুম অনুযায়ী হজ্বের আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করেছিল তাই আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তুমি তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা দান করো আর

তাদেরকে আমার নিকট একত্রিত করে দাও। তখন একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেন, হে কাবা! তাদের মধ্যে এমন লোকও তো রয়েছে যারা তোমার তাওয়াফ করার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এতে আধিক্যের কারণে নিজেদের উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। তখন কাবা আরজ করবে, হে আল্লাহ পাক! সেসব গুনাহগারদের জন্যও তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, আমি তাদের ব্যাপারে তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম। তখন সেই ফেরেশতাটি আবারো ডাক দিয়ে বলবেন,যারা কাবার যিয়ারত করেছিল তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে কাবার চতুর্দিকে একত্রিত করে দিবেন। তাদের সকলের চেহারা হবে সাদা এবং তারা জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হয়ে তাওয়াফ করতে করতে লাব্বাইক পাঠ করবে। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে, হে কাবাতুল্লাহ! চল! তখন কাবা শরীফ (এইভাবে) লাব্বাইক পাঠ করবে। لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ ،وَالْخَیْرُ کُلُّہٗ بِیَدَیْکَ،لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ অতঃপর ফেরেশতারা কাবা শরীফকে টেনে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবেন।

(আর রওদ্বুল ফায়িক, পৃ:৬৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! আল্লাহ পাক মক্কা মুকাররমাকে কেমন মহা মর্যাদা ও বিশেষ বরকত দান করেছেন, যেসব সৌভাগ্যবানদের জন্য কাবা শরীফ সুপারিশ করবে। তাদের সবাইকে আল্লাহ পাক তাঁর দয়া দ্বারা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সুতরাং আমাদের উচিত, আমরাও যেন কাবা শরীফের

মর্যাদাকে অনুধাবন করি, তার প্রতি খুব ভালোবাসা পোষণ করি, সেটার গুরুত্ব এবং সম্মানকে অধিকহারে জাগ্রত করি, পার্থিব চিন্তায় মগ্ন না হয়ে হারামাইনে তায়্যিবাইনে হাজিরীর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখি, এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কান্না করে করে দোয়া করুন, মা-বাবা ও আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে দোয়া করান, এই আশায় যে, কখনো তো রহমতের দরজা খুলবে, কখনো তো আমাদের ডাক আসবে এবং কখনো তো আমাদের নামও হাজীদের (List) তালিকায় শামিল হবে।

বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা শরীফে আসলেই বায়তুল্লাহ শরীফ ওই পবিত্র জায়গা যেটার প্রশংসা ও গুণকীর্তন কুরআনে পাকের আয়াতে রয়েছে, যেমন:

চতুর্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَۚ(۹۶)

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের জন্য পথ প্রদর্শক।

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকা প্রসঙ্গে বলেন: এতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম ঘর যেটাকে আল্লাহ পাক অনুসরণ ও ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

নামাযের কিবলা, হজ্ব ও তাওয়াফের জায়গা বানানো হয়েছে, যেখানে নেকীর সাওয়াব খুব বেশি হয়, সেটা হলো কাবা শরীফ, যেটা মক্কা শহরে অবস্থিত।

কাবা শরীফের বিশেষত্ব

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে কাবা শরীফের কিছু বিশেষত্ব লিখা হয়েছে, আসুন শুনি:

(১) কাবা শরীফ সর্বপ্রথম ইবাদতখানা, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে নামায পড়েন।

(২) কাবা সকল মানুষের ইবাদতের জন্য বানানো হয়েছে, অথচ বায়তুল মুকাদ্দাস বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকদের কিবলা ছিল।

(৩) কাবা শরীফ মক্কা শহরে অবস্থিত, যেখানে এক নেকীর সাওয়াব একলক্ষ।

(৪) কাবা শরীফের হজ্ব ফরয করা হয়েছে।

(৫) হজ্ব সব সময় কাবা শরীফেরই হয়েছিল, বায়তুল মুকাদ্দাস অবশ্যই কিবলা ছিল কিন্তু কখনো এর হজ্ব হয়নি।

(৬) কাবা শরীফকে নিরাপত্তার জায়গা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৭) কাবা শরীফে অসংখ্য নিদর্শন রাখা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে হতে একটা হলো মকামে ইব্রাহীমও।

(৮) পাখি কাবা শরীফের উপর বসে না এবং এর উপর দিয়ে উড়ে যায় না বরং উড়ে আসার সময় এদিক সেদিক সরে যায়।

(৯) যে পাখি অসুস্থ হয়ে যায় সে তার চিকিৎসা এটাই করে যে, কাবা শরীফের বাতাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এর মাধ্যমে তার আরোগ্য লাভ হয়।

(১০) হিংস্র জন্তুরা একে অপরকে হেরেমের সীমানায় কষ্ট দেয় না, এমনকি এই জমিনে কুকুর হরিণকে শিকারের জন্য দৌড়ায় না এবং সেখানে শিকার করে না।

(১১) মানুষের হৃদয় কাবা শরীফের দিকে ধাবিত হয় এবং সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(১২) প্রত্যেক জুমায় (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মধ্যবর্তী রাত) আউলিয়ায়ে কেরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن পবিত্র রুহ এর আশেপাশে উপস্থিত হয়।

(১৩) যে কেউ এর প্রতি অসম্মান ও বিয়াদবি করার ইচ্ছা করে, (সে) ধ্বংস হয়ে যায়। **(সীরাতুল জিনান, ২/১৫, ১৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের শহর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে মুকাররমা এবং কাবা শরীফের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: মক্কা শরীফের একটি বৈশিষ্ট্য হলো

এখানে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্ম হয়েছে, আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۱) وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۲)

(পারা ৩০, সূরা বালাদ, আয়াত ১-২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমায় এই শহরের শপথ,যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এই শহরে তাশরিফ রাখছেন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে লিখা আছে: যেন ইরশাদ করেছেন, হে প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররমার এই সম্মান আপনি সেখানে তাশরীফ রাখার কারণে অর্জিত হয়েছে। **(তাফসীরে কবীর, আল বালাদ, আয়াত: ২, ১১/১২৪)**

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবের মধ্যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত অন্য কোন নবীর রিসালাতের শপথ স্মরণ করেননি এবং এই পবিত্র সূরা لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ এতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ পাক কসমকে এই শহরের সাথে যেটার নাম “বালাদে হারাম” এবং “বালাদে আমীন” মুকাইয়্যাদ তথা নির্দিষ্ট করেছেন। আর যখন থেকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শহরে তাশরীফ রেখেছেন তখন থেকে আল্লাহ পাকের কাছে এই শহরটি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়ে গিয়েছে, এবং এই জায়গা থেকে এই দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো شَرَفُ الْمَكَانِ بِالْمَكِيْنِ অর্থাৎ জায়গার মর্যাদা তাতে অবস্থানকারীর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আরো বলেন: আল্লাহ পাকের নিজ সত্তা ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন বস্তুর কসম করা ওই জিনিসের মর্যাদা ও ফযিলত প্রকাশ করার জন্য এবং অন্যান্য জিনিসের মোকাবেলায় ওই জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য, যা মানুষের মাঝে বিদ্যমান যাতে মানুষ জানতে পারে যে, এই জিনিসটি খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

(মাদারিজুন নবুওয়াহ, ১/৬৫) (সীরাতুল জিনান, ১০/৬৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই ওই শহর যার রাস্তাগুলো রাসূলে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারকের চুম্বন করেছিল। যেখানকার বাতাস হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্বাস প্রশ্বাসকে চুম্বন করেছিল। যেখানকার অলি-গলিতে তাঁর সুগন্ধময় ঘামের সুবাস ছড়িয়েছিল। যেখানকার সৌভাগ্যবান গাছ গাছালি এবং পাথর তাঁর যিয়ারত করেছিল। যেখানে তিনি তাঁর মুবারক শৈশব এবং যৌবনের সুন্দর সময় অতিবাহিত করেছিলেন। যেখানে তিনি নবুয়তের ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে তিনি ইসলাম প্রচারের সূচনা করেছিলেন। এই কারণে আমাদের উচিত, এই মুবারক শহর এবং এতে অবস্থিত বায়তুল্লাহ শরীফের ভালোবাসা নিজের অন্তরে বৃদ্ধি করা, যখন ডাক আসবে এবং এই শহরে যাওয়া নসীব হবে তখন এর খুব আদব ও সম্মান করুন এবং বিয়াদবি করা থেকে বেঁচে থাকুন। আসুন! খানায়ে কাবার কিছু আদব শ্রবণ করি:

কাবা শরীফের আদব

আমাদের উচিত আমরা যেন কাবা শরীফের দিকে পা প্রসারিত না করি ✯ সেদিকে আল্লাহর পানাহ! থুথুও যেন না ফেলি ✯ সেদিকে যেন মুখ করে কুলিও না করি ✯ সেটার দিকে যেন পিঠ দেওয়া থেকে বেঁচে

থাকি ✯ কাবার যেন অসম্মান না করি ✯ সেটার ব্যাপারে মন্দ ভাষায় কথা না বলি ✯ মোটকথা সেটার সব ধরনের বিয়াদবি থেকে বেঁচে থাকি ✯ সেটাকে খুব ভালোবাসি। যদি আমরা এই সকল বিষয়ের উপর আমল করাতে সফল হয়ে যায় তবে আমাদের اِنْ شَآءَ الله খুব রহমত ও বরকত নসীব হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের প্রাথমিক যুগে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল, অতঃপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করত, এরপর পরবর্তীতে বায়তুল্লাহ শরীফকে কিবলা করা হলো। এর প্রেক্ষাপট কি ছিল আসুন! শুনে নিই! ২য় পারা সূরা আল বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে কাবা শরীফের রব মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো।

কাবা শরীফ কিভাবে কিবলা হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফ তাশরীফ নিলেন তখন তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হলো, এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করতে গিয়ে সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করা শুরু করে দিলেন। অবশ্য হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর মুবারকের ইচ্ছা এটাই ছিল যে, খানায়ে কাবাকে যেন মুসলমানদের কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়, এর কারণ এটা ছিল না যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে

দেওয়াটা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপছন্দ ছিল, বরং এর একটি কারণ এটাও ছিল যে, খানায়ে কাবা হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এবং তিনি ছাড়াও আরো অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام গণের কিবলা ছিল, একটি কারণ এটাও ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার কারণে কিছু অমুসলিম অহংকার ও গৌবর করতে লাগল এবং এইভাবে বলতে লাগল যে, মুসলমানরা আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করে কিন্তু নামায আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে আদায় করে। অতঃপর একদিন নামায অবস্থায় হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আশায় বারংবার আসমানের দিকে দেখছিলেন, যেন কিবলা পরিবর্তনের হুকুম আসে, এরই প্রেক্ষিতে নামায অবস্থায় এই আয়াতে কারীমা নাযিল হয়, যেখানে হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বলে আখ্যায়িত করে তাঁর নুরানী চেহারার সুন্দর ধরনকে কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খানায়ে কাবাকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি নামাযের মধ্যেই খানায়ে কাবার দিকে ফিরে গেলেন, মুসলমানরাও তাঁর সাথে সেদিকে ফিরে গেলেন এবং যোহরের ২ রাকাত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায় করা হলো এবং বাকি ২ রাকাত খানায়ে কাবার দিকে আদায় করা হলো।

আল্লাহ পাক চান মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি

হে আশিকানে রাসূল! এমনিভাবে কিবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি বিষয় এটাও জানা গেলো যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি খুব পছন্দ করেন। আর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছাকে পূরণ করেন।

মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে কিবলা পরিবর্তন করেছেন এবং এই আয়াতে এইভাবে বলেননি যে, আমি আপনাকে ওই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যেখানে আমার সন্তুষ্টি বরং এইভাবে ইরশাদ করেছেন:

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই কিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে।

সুতরাং যেন ইরশাদ করলেন: হে হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! প্রত্যেকেই আমার সন্তুষ্টি কামনা করে আর আমি উভয় জগতে আপনার সন্তুষ্টি চায়। **(তাফসীরে কবীর, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ১৪৩, ২/৮২)**

হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বায়তুল্লাহ শরীফের একটি বৈশিষ্ট এটাও যে, এটাই সেই জায়গা যেখানে প্রত্যেক বছর পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল সমবেত হয়। আপন বংশ ও ভাষা, আপন রং ও দেশের পার্থক্য ছুড়ে ফেলে একসাথে লাব্বাইকের ধ্বনী উঁচু করে ফরয হজ্ব আদায় করে, সব দিক থেকে আওয়াজ আসে:

لَبَّيْكَ ؕ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ؕ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ؕ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ؕ

لَا شَرِيْكَ لَكَ

হজ্ব আরকানে ইসলামের মধ্যে হতে একটি মৌলিক রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আল্লাহ পাক হজ্ব আদায়ে সামর্থবান লোকদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন, যেটা ফরয হওয়া সত্বেও সেটা আদায়ে গড়িমসিকারী (Negligence) মারাত্মক গুনাহগার এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হবে।

আল্লাহ পাক চতুর্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন: কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্বহজ্ব করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ সমগ্র জাহান থেকে বে-পরোয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্ব অনেক বড় নেয়ামত,হজ্বের সৌভাগ্য প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের উপর আল্লাহ পাক বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ পাক হজ্ব সম্পাদন কারীদেরকে হজ্বের বিনিময়ে এমন মহান নেয়ামত দান করেন যা শুনে মুসলমানদের অন্তরেও ওই পবিত্র জায়গার যিয়ারতের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়তে থাকে। কাজেই আসুন! হজ্বের ফযিলত এবং হাজ্বী সাহেবরাদের প্রাপ্ত নেয়ামতের উপর চারটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি।

হজ্বের ফযিলত

(১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলো, অতঃপর মারা গেল, তবে আল্লাহ পাক তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব আদায়কারীর সাওয়াব লিখে দিবেন আর যে ওমরার উদ্দেশ্যে বের হলো অতঃপর মারা গেল তবে আল্লাহ পাক তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা করার সাওয়াব লিখে দিবেন। (মুসনদে আবি ইয়ালা, মুসনদে আবি হুরায়রা, ৫/৪৪১, হাদিস: ৬৩২৭)

(২) ইরশাদ করেন: যখন তুমি কোন হাজ্বীর সাথে সাক্ষাত করো তখন তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করো (অর্থাৎ হাত মিলাও) এবং তাকে বলো সে যেন তার ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে কারণ তার মাগফিরাত হয়ে গেছে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৪৭২, হাদিস: ২৫৩৮)

(৩) ইরশাদ করেন: হজ্ব করো, কারণ হজ্ব গুনাহকে এমনভাবে ধূইয়ে দেয় যেমনিভাবে পানি ময়লাকে ধূইয়ে দেয়।

(মু'জামু আউসাত, ৩/৪১৬, হাদিস: ৪৯৯৭)

(৪) ইরশাদ করেন: হাজ্বী তার পরিবারের লোকদের মধ্যে থেকে ৪০০জন মুসলমানের জন্য সুপারিশ করবে এবং গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, ৫ম অংশ, ৩/৭, হাদিস: ১১৮৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহ পাক হাজ্বীদের উপর কী পরিমাণ দয়ালু এবং তাদের উপর কী রকম দয়া করেন। তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তাদেরকে মাগফিরাতের সুসংবাদ দান করেন, তাদেরকে ৪০০জন মুসলমানের সুপারিশের স্বাধীনতা দান করেন। আর যে হজ্বের ইচ্ছায় বের হয় এবং মারা যায় তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্বের সাওয়াব লিখা হয়। নিঃসন্দেহে হজ্বের সৌভাগ্যবানরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় লেগে থাকে। রহমত ও বরকতের ছাঁয়ায় থাকে। আল্লাহ পাকের নিরাপত্তায় থাকে। তার নেকী খুব বৃদ্ধি পায়, শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে যায়, নিজের গুনাহের ক্ষমার সরঞ্জাম করে থাকে, যেন আল্লাহ পাকের রহমতে নিমজ্জিত থাকে, কাবা শরীফের নূরানী দৃশ্যের মাধ্যমে নিজের চোখ শীতল করেন, প্রতিটি কদমে

কদমে নেককার বান্দাদের স্মরণ সতেজ করে, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের রাস্তার উপর চলেন, মোটকথা! হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনকারী দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণের হকদার হয়ে যায়।

হে আশিকানে রাসূল! এমনিতে হজ্বে অনেক কাজ করা হয়, তন্মধ্যে তাওয়াফও রয়েছে, হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনকারী কাবাতুল্লাহ শরীফের চর্তুপাশে চক্কর লাগায়। যাকে তাওয়াফ বলা হয়। তাওয়াফও এমন এক ইবাদত যেটা পুরো দুনিয়াতে শুধুমাত্র মক্কা মুকাররমায় করা হয়, আসুন! খানায়ে কাবার তাওয়াফের ফযিলতের উপর ২টি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি।

তাওয়াফের ফযিলত

(১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি গুণে সাত চক্কর দিল অতঃপর ২ রাকাত নামায আদায় করলো তবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান এবং তাওয়াফ করতে যাওয়া ব্যক্তির প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তার জন্য ১০টি নেকী লিখা হয়, তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃ: ২০২, হাদিস: ৪৪৬২)

(২) ইরশাদ করেন: যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সাত চক্কর দিল এবং তাতে কোন অনর্থক কথা বলেনি তবে একটি গোলাম আযাদ করার সমান। (মু'জামু কবীর, ২০/৩৬০, হাদিস: ৮৪৫)

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা আমাদের বুযুর্গদের জীবনী অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানতে পারব যে, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা ইশকে ইলাহীতে ডুব দিয়ে হজ্বের সৌভাগ্যের জন্য বের হতেন,

তাদের অবস্থা এমন হতো যে, ইশকে ইলাহীতে বিনীতভাবে প্রার্থনা করা, রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা এবং খুব বেশি পরিমাণে কান্না করা তাদের অভ্যাস ছিল। আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

আমি কেন কান্না করব না?

বর্ণিত আছে: হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের জন্য বের হলেন, যখন তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন তখন বায়তুল্লাহ শরীফকে দেখে কান্না করতে লাগলেন এমনকি তাঁর আওয়াজ উচু হয়ে গেল, তাঁর নিকট আরজ করা হলো, নিশ্চয় সকলের দৃষ্টি আপনার দিকে হয়ে রয়েছে সুতরাং আপনি আওয়াজ নিচু করুন, বললেন, আমি কেন কান্না করব না ? হয়তো আমার কান্নার কারণে আল্লাহ পাক আমার উপর রহমতের দৃষ্টি দান করবেন এবং আমি কিয়ামতের দিন তাঁর দরবারে সফল হয়ে যাব, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন এবং মকামে ইব্রাহীমে নামায আদায় করলেন, যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন সিজদার জায়গা তাঁর কান্নার অশ্রুতে শিক্ত হয়ে গেল। (রাউদুর রাইয়্যাহীন, পৃ: ১১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনেছেন যে, হযরত ইমাম আলী মক্কাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রপৌত্র হযরত মুহাম্মদ বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কেমন অবস্থা ছিল, আল্লাহ পাক তাঁর সদকায় আমাদেরকেও ইবাদতে একনিষ্ঠতা দান করুক এবং যে সকল আশিকানে রাসূল হজ্বের সৌভাগ্য পেয়েছেন, আল্লাহ পাক সবাইকে মকবুল হজ্বের সৌভাগ্য দান

করুক। ওলামায়ে কেরাম মকবুল হজ্বের কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন, আসুন! তন্মধ্যে হতে কিছু আলামত আমরাও শুনে নিই:

মকবুল হজ্বের আলামত

প্রসিদ্ধ সূফী বুযুর্গ হযরত ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে: মকবুল হজ্বের একটি আলামত এটাও যে, হাজ্বী সাহেব যেসকল নাফরমানীতে পূর্বে লিপ্ত ছিল সেগুলো ছেড়ে দিবে এবং আপন মন্দ বন্ধুদের ত্যাগ করে নেককারদের সংস্পর্শ অবলম্বন করবে, খেল - তামাশা এবং উদাসীনতার অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করে যিকিরের মাহফিল এবং রাত্রি জাগরণের মাহফিল অবলম্বন করবে। **(ইহয়াউল উলুম, ১/৮০৩)** ✯ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হজ্জে মাবরুর (মকবুল হজ্ব) এর আলামত হলো পূর্বে থেকে ভালো হয়ে ফিরে আসবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৬৭)** ✯ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, (হাজ্বী সাহেবের উচিত, তার জন্য) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সফরের খরচ নেওয়া, যাতে সঙ্গীদের সাহায্য এবং ফকীরদের সদকা করতে থাকে, এটা মকবুল হজ্বের আলামত। **(বাহারে শরীয়ত, ৬ষ্ট অংশ, ১/৫১)** ✯ হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, মকুবল হজ্ব হলো সেটাই, যেটা ঝগড়া-বিবাদ, গুনাহ ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত এবং সঠিকভাবে আদায় করা হয়। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৪/৮৭)** ✯ আর মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "জান্নাতের চাবিকাটি" তে লিখা রয়েছে, মকবুল হজ্ব হলো সেটাই, যেটা করার সময় হাজ্বী কোন গুনাহের কাজ করে না , আর না রিয়াকারী (লোক দেখানো) এবং সুখ্যাতির প্রত্যাশা থাকবে, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করে। **(জান্নাতের চাবিকাটি, পৃ: ১০৭)**

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো কাফেলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেককার নামাযী হতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত (Linkup) হয়ে যান। ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে থেকে একটি দ্বীনি কাজ হলো কাফেলা। আপনিও আশিকানে রাসূলদের সাথে কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শ পাওয়া যাবে, ইলমে দ্বীন শিখা নসীব হবে, নেকী করা, গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুন্নাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সৌভাগ্য হবে।

কুরবানীর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন কুরবানীর সুন্নাত ও আদব শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: মানুষ কুরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেকী করে না যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়, এই কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম এবং খুর সহকারে উঠবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হয়ে যায়, সুতরাং খুশিমনে কুরবানী করুন। **(তিরমিযী, ৩/১৬২, হাদিস: ১৪৯৮)** ✯ কুরবানীর পশুকে ফেলার পূর্বে কিবলা নির্ধারণ করে নিন, শোয়ানোর পর বিশেষ করে কংকরময় জমিনে হেচড়িয়ে কিবলা ঠিক করা বোবা পশুর প্রতি মারাত্মক কষ্ট দেওয়ার কারণ। ✯ যবেহ করার সময় এত বেশি কাটবেন না যে, ছুরি গর্দানের হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা অকারণে কষ্ট। ✯ যতক্ষণ পর্যন্ত পশু

পরিপূর্ণ ঠান্ডা না হয়ে যায় সেটার পা কাটবে না, আর না চামড়া ছাড়াবেন, যবেহ করার পর যতক্ষণ রুহ বের না হয় ছুরি কর্তিত গলায় (TOUCH) স্পর্শ করাবেন না, হাতও দিবে না। কিছু কসাই, গরু জবাই করার পর তার ঘাড়ের চামড়া 'ঠান্ডা' করার জন্য, ছুরি দিয়ে হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ করে শিরাগুলো কেটে দেয়। এমনিভাবে ছাগলকে যবেহ করার সাথে সাথে বেচারার গর্দান মটকিয়ে দেয়, বোবা প্রাণীদের উপর এই ধরনের জুলুম করবেন না।

ঘোষণা

কুরবানীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৮ মে ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কুরবানীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

☆ যার পক্ষে সম্ভব হয় তার জন্য জরুরি হলো, পশুকে বিনা কারণে কষ্ট দাতাকে বাধা দেওয়া, যদি সামর্থ থাকা সত্বেও বাধা না দেয় তবে স্বয়ং নিজেও গুনাহগার ও জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। মাকতাবাতুল মদীনার ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পশুদের উপর জুলুম করা যিম্মী কাফেরের উপর (এখন পৃথিবীতে সব কাফির হারবি) জুলুম করার চেয়েও মন্দতর, এবং যিম্মীর উপর জুলুম করা মুসলমানের উপর জুলুম করার চেয়েও মন্দ, কারণ আল্লাহ ছাড়া পশুদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই, এই অসহায়দের এই জুলুম থেকে আর কে বাঁচাবে। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬২)** ☆ কুরবানী করার কয়েক ঘন্টা পূর্বে পশুকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্থ রাখা হয় , যার কারণে সেটার প্রচন্ড কষ্ট হয়, হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, কুরবানী করার পূর্বে সেটাকে কিছু দানা পানি দিয়ে দাও অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় যবেহ করো না এবং একটি পশুর সামনে আরেকটি পশুকে যবেহ করবে না এবং আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিবে, এমন যেন না হয় যে, ফেলানোর পর তার সামনে ছুরি ধার করবে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫২)** ☆ কুরবানী প্রসঙ্গে আরো জানার জন্য শায়খে

তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “ঘোড়ার আরোহী” অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে “যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া” মুখস্থ করানো হবে, আর দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, এবং রিযিকের প্রশস্ততা এবং প্রত্যেক রোগের আরোগ্যতার দোয়া করছি।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ: ২১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد